‘আমার সকল রসের ধারা’

তোমাকে

প্রথম প্রকাশ :
পৌষ ১৩৬৭

প্রকাশ করেছেন :
তপতীরাণী হাইত
গ্রাম কনকাপাই
ডাকঘর আতরখি
জেলা মেদিনীপুর

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
প্রদীপ প্রধান
অধ্যাপক, মেদিনীপুর একাডেমি অব্ আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রাফটস্
মেদিনীপুর

ছাপিয়েছেন :
মেদিনীপুর বার্তা প্রেস
রবীন্দ্রনগর
মেদিনীপুর

১৬ পৃষ্ঠা ১২ লাইনে 'ছুঁয়ে', ২১ পৃষ্ঠা ১৪ লাইনে 'সাঁতরে', ২৫ পৃষ্ঠা ১১ লাইনে 'দিয়ে' হবে। ২৯ পৃষ্ঠা ৫ লাইনে 'হাজার' একবারই হবে। ৩২ পৃষ্ঠা ৯ লাইনে 'তারগুলো', ৪১ পৃষ্ঠা ৯ লাইনে 'তোমার নরম দূর্বাঘাসে' হবে। ৪২ পৃষ্ঠা ৩ লাইনে 'জয় বাংলা' আরো একবার পড়তে হবে। ৪৬ পৃষ্ঠা ১২ লাইনে 'ইছামতী' হবে। ৫৩ পৃষ্ঠা ১৩ লাইনে 'দিগন্তের' একবারমাত্র পড়তে হবে। অন্যান্য মুদ্রণ ত্রুটি সহৃদয় পাঠকের মার্জনাধীন।

শ্রু
তি
শ
ব্দ

আবার বসন্ত এই

আবার বসন্ত এই পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে।
যেন আজ আকাশে আকাশে
কমনীয় হরিণীরা আসে,
যেন আজ বাতাসে বাতাসে
রমণীয় হরিণীরা আসে,
যেন আজ ঘাসে ঘাসে ঘাসে
স্মরণীয় হরিণীরা আসে।

বন্ধন

সারাদিন আঙুলে আঙুলে
হাওয়াকে জড়াই,
সারাদিন ঘাসে ঘাসে ঘাসে
ফের সব হাওয়াকে ছড়াই।

লাল নীল সুতোর মতন এই হাওয়া,
ফাল্গুন ঘিরে থাকে,
হে নারী, মনের আলসেমি দিয়ে দিয়ে
বাঁধবো তোমাকে।

ভালোবাসার কথা

তোমাকে ভালোবাসি।
সহৃদয় বাতাসের কানে
লজ্জাসঙ্কুল হৃদয়ের কথাগুলো লুকিয়ে রাখলাম।
উদার উপত্যকার আন্তরিকতায়
অনুভূতির বিস্ময়গুলো লুকিয়ে রাখলাম।
সহমর্মী সমুদ্রের ধারে
জীবনের উত্তাল আকাঙ্ক্ষাগুলো লুকিয়ে রাখলাম

তোমার কাছে
সহস্রস্তর কাচের আড়ালেও
নিজেকে
কিছুতেই আর লুকিয়ে রাখতে পারলাম না।

একান্তে

একটা বাঁশপাতা
ঘুরতে
ঘুরতে
ঘুরতে
ঘুরতে
নামছে।

ভাবছি।

রোদ
আকাশ
জল
নির্জনতা।

ভাবছি।

একটা বাঁশপাতা
ঘুরতে
ঘুরতে
ঘুরতে
ঘুরতে
নামছে।

নদী সাড়া দিলো

মানুষের প্রতিভা
সূর্য
শহর
বন্দর
আর সমস্ত রাজধানীর বুকের ওপর দিয়ে
ঘোড়াগুলো ছুটছে।
ধুলো আর ধুলো,
ধুলোয় ভূত হতে হতে
তোমাকে ডাকলাম।
বিকেলের হাত মুঠোয় ভরে
অনেক দূরের মেঘকে ভালো বাসতে বাসতে
সবুজ মাঠের বুক থেকে
নদী সাড়া দিলো।

গভীর আকাঙ্ক্ষায় নিজেকে

গভীর আকাঙ্ক্ষায় নিজেকে স্বপ্নে ভাবছিলাম।
ভিজে রাত
জোনাকি
চাঁদ,
শয্যার অনাস্বাদিত স্নিগ্ধ আরাম,
দশ দিকে গহন নিস্তব্ধতার অনাবিল প্রতিমা।
গভীর আকাঙ্ক্ষায় নিজেকে তোমার সঙ্গে ভাবছিলাম।

শীতরাত্রে

শীতে
স্বপ্নে শুনি
পরম সূর্যের গল্প।

দূরে গাড়ির শব্দ,
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
অদ্ভুত উষ্ণতা জেলে
রাজপুত্র আসছে।

অপঘাত

ট্রেনটা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো।

হুড়মুড় শব্দে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম তোমার কথা।

কে যেন কাটা পড়েছে উজ্জ্বল সময়ের ব্রিজটার মুখেই।

ট্রেনটা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেলো।

মৃত্যুবাসর

তরুণ বসন্তে এই পৃথিবীর পথ দিয়ে যেতে যেতে যেতে
অকস্মাৎ থেমে গেল বনানীর হৃদয়ের কথা,
অপরূপ স্বপ্নলীন চোখের আলোতে
মেঘগুলো নেমে এল, দুই ঠোঁট জুড়ে এল যন্ত্রণার অগাধ তিক্ততা।

কোথাও বিশ্বাস তার পেলনাকো স্থান,
শত শত বন্দরে শহরে
দেখিল পাষাণ
প্রিয় অনুভবগুলো, দেখিল মৃত্যুর রাত ঘোরলাগা সোনালী প্রহরে।

একবার তাকাল সে শিহরিত পৃথিবীর দিকে,
একবার সুগন্ধের স্বাদ নিল সুগভীর বুকের নিশ্বাসে,
একবার ভাঙাচোরা স্বপ্নের সিঁড়িকে
ছুঁয়ে গেল, তারপর নিভে গেল অবিশ্রাম দক্ষিণবাতাসে।

দূর-সুদূর

বনানী, তোমাকে এই সুঠাম ঋতুর বনে ফিরিতে দেখেছি এককালে।
তারপর কোন্ দূর পৃথিবীর অন্তহীন অন্ধকার জটাজালে নিজেকে জড়ালে ?

কেন আর পাখির ডানায়
রাখিলে না হাত, শীতল ছায়ায়
হাঁটিলে না, ভিজিলে না রোদে জলে ?

সায়াহ্নে সকালে
অপলক হলেনাকো, আবেগের ঢেউয়ে
ভাসিলে না, ঝরা পাতা গুঁড়ালে না অনিন্দ্য মন্থর ছাঁদে সুন্দর দু'পায়ে ?

স্মৃতিচারণ

বনানীর চুলে ছিল ফার্নের অরণ্যবাহার,
বনানীর বুকে ছিল সূর্যাস্তের মায়ার পাহাড়,
বনানীর চোখে ছিল স্বপ্নের কুয়াশার ঝাড়,
বনানীর রোদ্দরাঙা অদ্ভুত অস্তিত্ব জুড়ে ছিল
কাচকাটা হীরকের ধার।

আমরা নিশ্বাস টানি স্বপ্নঅক্সিজেনে,
হৃদয়ের সব গান চিরকাল রাখি যে স্মরণে,
বনানীকে ভুলিনি জীবনে,
ভুলবো না মরণে,
সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে লেগে আজো তার
স্বতোচ্ছল ডানার সঞ্চার।

আমাদের বেদনা অপার,
বনানী তেমন মেয়ে নেই আর :
বনানীর চোখে অহংকার
বনানীর বুকে অহংকার
বনানীর মুখে অহংকার,
বনানী গম্ভীর পায়ে উৎসাহের দিনসব অশোভন উপেক্ষায় হয়ে গেছে পার।

অলৌকিক রাত্রির শ্মশানপথে

বনানী, বনানী, তুমি মরে গেছ বলে
দারুণ ভয়ের
শিহরণ বুক ছেঁড়ে, স্পন্দিত হৃদয় নিয়ে একা হাঁটি অলৌকিক রাত্রির শ্মশানে ;
সারারাত মূক সময়ের

স্বরগুলো, সারারাত দপদপ তারার আগুন,
সারারাত নির্জন নদীটি জ্যোৎস্না মাখে,
সারারাত রক্তের আয়নায় চোখ রাখি :
এখনো যে ভুলিনি তোমাকে।

এখনো কি ভোলোনি আমাকে? চারিধারে ঝমঝম মায়াবী পায়ের
অস্থির ঘুঙুর বাজে, যাও নাকি পাশে পাশে ভেসে !
বনানী, বনানী, ক্ষোভে বেদনায় পলে পলে শতখান হয়ে ভেঙে যাই,
ঝলসাই অবিরল অলৌকিক মুখের নিশ্বাসে।

অশরীরী রূপ একী ! ঘাম ঘাম। প্রখর আঙুল নেড়ে নেড়ে
অবিরাম নির্মম মোহে যে শত শত
ভৌতিক মুহূর্তসব চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে, রক্তে কী ভীষণ অন্ধকার
হুহু করে নিমবনে ভেসে যাওয়া শব্দচূর্ণী বাতাসের মতো !

স্রোতে

বনানী, তোমার প্রসঙ্গে আজো ভাসি :
চাঁদ জাগে নিষুপ্ত প্রহরে,
নিঃশব্দে শরীর থেকে সকল উষ্ণতা যায় ঝরে,
দুইতীরে বনবীথি, স্বপ্ন আসে মধুর অস্তিত্ব ভরে ভরে।

আশা-আকাঙ্ক্ষা

বনানী, তোমার সমস্ত অন্ধকার
আবার সূর্যের হাতে তুলে দাও, দাঁড়াও আবার
সামাজিক মানুষের মর্মরিত সমন্বিতানে,
আবার প্রদীপ্ত মুখে খুলে বলো সুগহন হৃদয়ের উৎসারিত রহস্যের মানে।

বনানী, আবার মানবী তুমি হও,
সকালের সমুজ্জ্বল নদীকে জড়াও
অনিন্দ্য শরীরে,
আবার উজ্জ্বল নখে আমাদের ধারণার ভ্রান্তিগুলো ফেলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

উজ্জীবন

ঘণ্টা বাজে, ঘণ্টা বাজে,
আবার গল্পের দিন আসিয়াছে আমাদের এই ম্লান মুমূর্ষু সমাজে;
সচকিত আরবার তাই আজ আমাদের স্বপ্ন গান অনুভব আকাঙ্ক্ষা সময়;
কালের বিমর্ষ রূপ উৎসাহের উষ্ণতায় আবার জীবন্ত মনে হয়;
রোদের বন্যার স্রোতে ঝলমল আবার যে খরতর হীরকের ধার;
উদ্‌গ্রীব পিপাসা নিয়ে জাগিয়াছি আমরা আবার
পৃথিবীর পানে;
অনুপম স্বাদের সন্ধানে
বনানীর মন নিয়ে
মেদ মাংস মজ্জা নিয়ে
কুকুরের মতো সবে নাড়ি

শকুনের মতো সবে নাড়ি
সারাদিন, খসে যায় বুক থেকে সংকোচের সব বিহ্বলতা,
কেবলি যে প্রিয়তম কোলাহলে বেজে ওঠে সুগহন বনানীর কথা :
আমাদের প্রতি তার ছিল না কি কোন ভালোবাসা ?
না কি শুধু আমাদেরই বিমূঢ় পিপাসা
ঠকায়েছে আমাদের পৃথিবীর আনন্দের থেকে ?
না কি সে ফুরায়ে গেছে আমাদের গোটাকয় বসন্তের বিলাসের শখে ?
এইসব জিজ্ঞাসার দিন
এসেছে আবার, আমরা যে আবার নবীন
হতে চাই বনানীর কথা বলে বলে,
বনানীর মেদ মাংস দলে
নিতে চাই ঘ্রাণ,
উচ্ছসিত গন্ধে গানে ভরে তুলি রমণীয় ঋতুর বিতান ;
প্রখর থাবার মতো মেলে রাখি লোভাতুর আমিষ জীবন ,
কয়েক বসন্ত ধরে বনানীকে চাহিয়াছে আমাদের মন,
আমাদের অজস্র রাত্রির অনিদ্রায়
আমাদের নিঃসঙ্গ চিন্তায়
স্বপ্নে কামে
বনানী যে বেঁচে ছিল, বেঁচে উঠে আবার যে তার সেই রূপ এসে থামে
এতকাল পরে আজ আমাদের হাতের নাগালে
তেমনি যে মনোরম চালে
তেমনি অদ্ভুত,
পরম স্বপ্নের থেকে তুলে নিই তাই আজ চুমুঠোর যত ধরে খুদ।

প্রথম দেখার কবিতা

তোমাকে প্রথম চোখে দেখে
মনে হলো, চারিদিকে মেঘ শুধু মেঘ ;
আগ্নেয় মুহূর্তসব নিভে গেল আগন্তুক মৌসুমীকুহকে,
ঘিরে এলো ঝড়ের আবেগ ;
স্বপ্নের দিন এলো চলে
শিহরিত সবুজ ফসলে।

উদাত্ত কাজরীগানে শ্যামলী শ্রাবণ
সৃষ্টিভোর বৃষ্টির উৎসব
বুনে গেল, নদী জুড়ে ছলছল বাজিল প্লাবন,
নিভে গেল জঘন্য আগুন সব, সব ;
ঝড়ে জলে ঘনালো থরোথর
হৃদয়ে যে হৃদয়ের জ্বর।

মেঘমালা

মেঘালয়ের মেঘসমুদ্রের মৎস্যকুমারী কি ?
অথৈ বাদল সাঁতারে এসে রূপ কি ঝিকিমিকি ?
বাংলাদেশের বাঁশবাগানে বৃষ্টি তবে ঝরুক,
দৃষ্টি ভরে রক্তচোখের গ্রীষ্ম তবে মরুক।

চৌদ্দ আহাজ কথার পণ্যে আকাশ ডুবাবে কি ?
তরঙ্গিত শব্দধারায় ভাসাবে দশদিকই ?
বাংলাদেশের বাঁশবাগানে বৃষ্টি তবে ঝরুক,
রোমাঞ্চিত অনুভবে কদম্ব ফের ধরুক।

তপতী, আমরা

তপতী, আমরা কাম্য অন্ধকারে,
আকাশে কী মেঘ দুরন্ত বর্ষার ;
তপতী, আমরা হৃদয়ের প্রান্তরে,
পৃথিবীর সব সমূদ্রে আজ জোয়ার।

তপতী, আমরা স্বপ্নের উৎসারে,
ঝলে বিষনীল বিদ্যুৎ খরধার ;
তপতী, আমরা পরম অন্ধকারে,
প্রখর দিনকে চাইবো কি ফিরে আর ?

এখন পৃথিবীতে প্রলয়

এখন পৃথিবীতে প্রলয়,
দারুচিনিদ্বীপের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে চলে,
আহত বিশাল তিমিমাছের মতো
ওলটপালট খায় রাত্রির সমুদ্র,
অহঙ্কারী পাহাড়চূড়োয় ধস নামে।

এখন কৃষ্ণকুটিল আকাশের নীচে
উথালপাথাল অন্ধকারের করাল গভীরে ডুবে থেকে
তোমার সারা শরীরে হাত বুলোই,
হাত বুলোই।

অন্ধকারে হাত বাড়ালেই

অন্ধকারে হাত বাড়ালেই দেখছি তোমার মুখ হৃদয় জানু পা।

সারারাত ভাদ্রের আকাশ বৃষ্টির শব্দে ঝমঝম করে বাজছে,
উত্তাল সমুদ্রের বুকে ঝাঁকুনিতে দুলে দুলে উঠছে অতিকায় জাহাজগুলো,
এক অনাস্বাদিত স্বচ্ছ উষ্ণতায় ডুবে যেতে যেতে দেখছি
নিপুণ হাতে আমাকে গুটিয়ে নিচ্ছো বলিষ্ঠ স্বপ্নের দ্বীপটিতে।

এই রাত এই বৃষ্টি

এই রাত এই বৃষ্টি,
বৃষ্টি
বৃষ্টি
বৃষ্টি,
আমরা আদিম পৃথিবী হয়ে গেছি।

এই রাত এই বৃষ্টি,
বৃষ্টি
বৃষ্টি
বৃষ্টি,
আমরা আদিম পৃথিবী হয়ে গেছি।

তপু আমার, কোন্ স্বপ্নে ডুবে আছো এখন ?

তপু আমার, কোন্ স্বপ্নে ডুবে আছো এখন ?

এখন এখানে তেইশে ভাদ্রের অন্ধকার কালো আকাশ,
এখন এখানে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির অনন্ত শব্দের ব্রহ্মাণ্ড,
আলো নেই আলো নেই,
দারুণ প্রলয়ের আশঙ্কায় দ্বিতীয় আকাশের মতো
থমথমে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছি, মিলিয়ে যাচ্ছি।

তোমাকে ভাবছি, ভীষণ ভাবছি

তোমাকে ভাবছি, ভীষণ ভাবছি।

সূর্যের মুখে হাত বুলোতে গিয়ে দেখি :
মেঘ মেঘ
ঝড়
বৃষ্টি
নিঃসঙ্গতা,
আর উনিশে ভাদ্রের অন্ধকার হিম রাত।

অদ্ভুত যন্ত্রণায় নিজেকে জড়াচ্ছি, জড়াচ্ছি।

সূর্যের কাছে যে ঠিকানা পেয়েছিলাম

সূর্যের কাছে যে ঠিকানা পেয়েছিলাম
কাল তা খুঁজে পাইনি।

শিয়রে রাত্রি
মেঘ
মৃত্যু
ঝড়,
আর সত্তায় অদ্ভুত যন্ত্রণার মূঢ়তা।

তোমাকে সমস্ত আকাঙ্ক্ষার হাত বাড়িয়ে কাছে চেয়েছিলাম।

কাল রাতে তুমি যখন নেই

কাল রাতে তুমি যখন নেই

অকস্মাৎ অস্থির ঘুমের হাত ছেড়ে দিয়ে
দাউদাউ আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
সাদা কাগজের মতো নিজেকে ছিঁড়লাম, ছিঁড়লাম

তারপর যন্ত্রণার করাল মুখে নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম।

কাল তুমি যখন নেই

কাল তুমি যখন নেই
সারা আকাশ বৃষ্টির অসহ্য গুরুভারে ভেঙে পড়ছিলো।

ঘরময় আলুথালু পুবালী বাতাসের শব্দে
বিষণ্ণ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখি
কালো সাপের মতো যন্ত্রণাটা
সারা শরীরে পাক দিচ্ছে পাক দিচ্ছে পাক দিচ্ছে।

বিশ্বাস করবে তুমি
কাল রাতে নিঃসঙ্গ কান্নায় শীতল অন্ধকারে হাতড়ে
তোমার কুড়ি বছর বয়সের হৃদয়ের উষ্ণতা চাচ্ছিলাম ?
বিশ্বাস করো।

তোমার চিঠি পেলে মনে হয়

তোমার চিঠি পেলে মনে হয়, এক সম্পন্ন আবহাওয়ায়
এক উদার সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটছি হাঁটছি
বা ধূসর বালিয়াড়ির আড়ালে পা ছড়িয়ে বসে আছি
কিংবা ডাইনে বাঁয়ে শালবন রেখে
শেষবিকেলে বিরাট মাঠটা পার হচ্ছি
বা বসেছি একটা উঁচু লাল পাথুরে টিবির ওপর
কিংবা পাহাড়ের শক্ত সবুজ হাতটা ধরে ধরে
এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছি
বা নামছি
বা ফেনিল ঝর্ণাটার ভঙ্গি দেখে
থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি :
তোমার চিঠি পেলে এইসব মনে হয়।

তোমাকে কেবলি ভেবে ভেবে

সব পাখি ফিরে গেল ঘরে,
সব আলো মেঘে গেল মরে,
আদিগন্ত ঝড়ের উৎসবে
উদাত্ত বৃষ্টি যে এল নেবে।

তোমাকে কেবলি ভেবে ভেবে
তোমাকে কেবলি ভেবে ভেবে
উৎসাহে শরীর ভরে ভরে
বৃষ্টির স্বাদ নিই ধরে।

ভালো লাগা, ভালোবাসা

আমার বৃষ্টির মুখ ভালো লাগে,
আমি যে বৃষ্টিকে ভালোবাসি :
প্রতিকূল ঝড়ে ঝড়ে
প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞায় চলে আসে বেগবতী নায়িকার মতো।

আমার তোমার মুখ ভালো লাগে,
আমি যে তোমাকে ভালোবাসি,
উদ্দাম বৃষ্টির অমোঘ প্রতিধ্বনি
তুমি, প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞায় আমিও যে পরাক্রান্ত প্রেমিকের মতো।

অনুভব

অত্যাধুনিক এই পৃথিবীগ্রহে
যদিও তুমি, তবু
মায়াবনবিহারিণী জানি
তোমাকে আমি, নিখুঁত বিগ্রহে।

মেরিনার আর অ্যাপোলোগৌরবে
ধরিত্রী প্রগলভা
হোক সমুদ্রজোয়ারজলোচ্ছাসে,
তবু, সুদূর নক্ষত্রসম্ভবা,

তোমাকে পাওয়ার দারুণ বিস্ময়-
পীড়িত আমি ; স্বপ্নসঞ্চারিণীই
তোমাকে জানি, বিদুষী বা
সপ্রতিভ সামাজিকাই হও।

ঝাঁঝ

রক্তে তোমার হাত রেখে যে
তীব্র শকের শিহরণে
বুঝতে পারি ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে
রৌদ্রেঘষা ধারাল রূপে বাজছে হাজার হাজার মীন।

কী অসহ্য লাভাস্রোতে
তাইতো আমি জাহাজ ভাসাই
জাহাজ ভাসাই জাহাজ ভাসাই
তাইতো আমি জাহাজ ভাসাই,
প্রত্নকালের গ্রহের শীতে ঝাঁঝাল নোনা দিন।

তেজস্ক্রিয় আলো আলো,
আকাশ মাতাল বাতাস মাতাল
আকাশ মাতাল বাতাস মাতাল,
ফেনায় ফেনায় সূর্যকণা হিলিয়ামের প্রাণ,
মূর্ছাহত সৌম্য ডলফিন।

অনুজ্ঞা

আমাকে তুমি চিলের নখে
অগাধ অগাধ শান্তি থেকে
তুলে আনো, আমাকে তুমি দেবতা করো,
আমাকে তুমি অবহেলায়
ফেলো ছড়াও, নরক থেকে
কুড়িয়ে আনো, ধারাল নখে
ছেঁড়ো ছেঁড়ো, শীতের হাওয়ায় গোলাপ করো,
আমাকে তুমি মানুষ করো;
আমাকে তুমি ভালোবাসো,
আমাকে তুমি অবিশ্বাসের বিষের জ্বালায়
খুনীর মতো হিংস্র করো
পশুর মতো হিংস্র করো,
আমাকে তুমি শ্রাবণরাতের বৃষ্টি করো
চৈত্রমাসের বাতাস করো
জ্বরের তাতে স্নিগ্ধ করো,
আমাকে তুমি দৃপ্তহৃদয় প্রেমিক করো।

মধুচক্র

তুমি আমাকে সমস্ত শব্দের জগৎ থেকে ছুটি নিতে বলেছিলে।

তারপর অন্তহীন আর্দ্র ছত্রাকের সাম্রাজ্যে
কত দিন—কত নিস্তব্ধ ব্যথার দিন—
স্বপ্নের প্রগাঢ় অন্ধকার নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে
হঠাৎ একসময় আশ্বিনের আলোর শকে
চমকে উঠে দেখি :
একসমুদ্র শব্দের নামতায় তুমি এক অপরূপ মৌমাছি।

স্বপ্নের পাখিরা

অমল শীতের হাত বুঝি ?
আকাশের নীল আয়নায়
মুখ দেখি স্বপ্নের পাখিরা,
ভেসে চলি পথের বাতাসে ;
অজস্র কথার রঙ ; নদী
সমুদ্র পাহাড় দ্বীপ বন
উজ্জ্বল নিবিড় ; সারাদিন
রূপকথা অপরূপ রোদে ;
সারাদিন হৃদয়ের গান ;
ধানে ধানে সময় সুন্দরী।

আবার বসন্ত আসছে

সমস্ত গ্রহটার ওপর আবার বসন্ত আসছে।

বিশাল একটা দেয়ালের মাঝখানে
হাজারটা জানলা হয়ে
হাজার চোখ বাড়িয়ে দিলাম,
হে জীবন হে পৃথিবী হে ভালোবাসা,
সমস্ত গ্রহটার ওপর আবার বসন্ত আসছে।

এখন বসন্ত এসে গেছে

এখন বসন্ত এসে গেছে।
দুরন্ত হাওয়ার কড়া ঝাঁঝে
যন্ত্রণার তারাগুলো বাজে।

তোমাকে একান্ত কাছে ডাকি।
অবিরাম দুবের আকাশে
বেদনার গানগুলো ভাসে।

বসন্তগোধূলি

বসন্তগোধূলি।
উন্মত্ত বাতাস।
নিঃসঙ্গতা।
যন্ত্রণাবিদ্ধ একক অস্তিত্ব আমার
হিংস্র হাওয়ায় হাওয়ায় উথালপাথাল উড়ছে।

আবার তোমাকে আমি কাছে চাই

আবার তোমাকে আমি কাছে চাই, তোমাকে আবার-
বসন্তের গোলাপী শহর
ছিঁড়িখুঁড়ি, প্রগলভ হাওয়ার
হাতে হাতে ক্লিষ্ট হই, রক্তে নিষ্ঠুরতম ঝড়।

অবিশ্রাম শুকনো পাতার
বিস্রস্ত প্রহর
পায়ে পায়ে গুঁড়ো হয়, বেদনার ক্ষার,
স্বপ্নের লাবণ্যে বিষ, জ্বর।

আমি যে তোমাকে চাই

আমি যে তোমাকে চাই উদগ্রীব রক্তের কেন্দ্রে আজ এই ফাল্গুনমাসে।

এখন হৃদয়ে এসে হাত রাখো, এখন হৃদয়ে,
তৃষ্ণাতুর শ্রুতি ভরে কথা বলো ; আকাঙ্ক্ষার আকাশবলয়ে
পাখির ডানার শব্দশিহরণ বুনে বুনে ভেসে এসো, অবিরাম প্রতীক্ষার পাশে
স্বপ্নসঞ্চারিণী রূপ মেলে এসো বহমান দক্ষিণ বাতাসে।

তোমার রূপ চৈত্রের আবহাওয়ায়

তোমার রূপ চৈত্রের আবহাওয়ায় নিখুঁত রঙে প্রতিবিম্বিত।

একঝাঁক পায়রা তাই হাততালি দিতে দিতে আকাশে উড়ছে,
একদল পিঁপড়ে তাই অন্ধকারের যন্ত্রণা কুরে কুরে আলোয় বেরিয়ে আসছে,
একবুক স্বপ্ন নিয়ে তাই আমি বন্যার নদীর মতো মাতাল হয়ে উঠেছি।

অস্তিত্ব

শরীরিণী তুমি এই পৃথিবীতে আছো, তাই আজো ক্রিসেন্থিমামের স্বপ্ন ভাসে
আলোকিত পথের বাতাসে,
কোন অন্ধকারে তাই আমি আজ ক্লান্ত হইনাকো,
ভিড় করে তাই আজ গান মনে আসে
অদ্ভুত সুখের মতো, ভিড় করে তাই আজ জীবনের প্রিয়সব গান মনে আসে।

অদ্বিতীয়া

চিরজীবন তোমার মুখকে ভালোবাসা যায়,
আমি জানি, তোমার আকাশ কোনদিন নিউক্লিয়ার বোমার আগুনেও ফুরাবে না।
সারাদিন খোলা জানলা ভরে তাই ফুলবাগানের বাতাস আসে,
উন্মত্ত বৃষ্টির বন্যায় শহরগুলো ডোবে,
উদয়াস্ত সূর্যের হাত পৃথিবীর দামী অ্যালবামে সুন্দর সুন্দর ছবি সাজায়,
সমস্ত পথই হয় এলডোরাডোর পথের দিকের পথ।

সবেতেই স্বপ্ন আমাকে

তুমি তো জানো, স্বপ্ন এখনো ভালোবাসি আমি,
সূর্য আর বৃষ্টিকে ভালোবাসি,
তোমাকে ভালোবাসি।

এখন আমার সময়ের সাজানো বাগান ছেয়ে
দুঃসাহসিক জীবন আর দুঃসাহসিক মৃত্যুর
নীল প্রজাপতিগুলো উড়ছে,
তুমি তো জানো, সবেতেই স্বপ্ন আমাকে ডানায় ডানায় ঢাকে
তুমি তো জানো, স্বপ্ন এখনো ভালোবাসি আমি,
সূর্য আর বৃষ্টিকে ভালোবাসি,
তোমাকে ভালবাসি।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র

আজ এই নীল শান্ত সন্ধ্যায়
অকস্মাৎ শুনলাম প্রদীপ্ত এক লবন সমুদ্রের ধারাবাহিক ছল্‌ ছল্‌ শব্দ।
কী আশ্চর্য নতুন এক ঝাঁঝালো স্বাদ পেলাম !
হঠাৎ দুঃসাহসী ঢেউয়ের ধাক্কায়
অভিজ্ঞ পৌঢ় সতর্ক শতাব্দী
মূর্খতার হাহাকারে আছড়ে পড়লো,
শরীরের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়লো লাবণ্যদীপ্ত প্রখর তরল আগুন,
আবিষ্ট সন্ধ্যায় উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হলো এক সবল দেবদারুরোমাঞ্চ।
অবিরাম কল্‌ কল্‌ ছল্‌ ছল্‌
শব্দে শব্দে
ভাসতে ভাসতে
নিজেকে মনে হলো, আমি যেন সমৃদ্ধ ফেনিল তরঙ্গিত এক আগ্নেয় পর্বতমালা।

সমস্ত পৃথিবী জুড়েই বাংলাদেশ

'আমার মনভুলানো চোখজুড়ানো,'

বাংলাদেশের গান :

মনে হয়, কালান্তরের রক্তাক্ত ইতিহাস মুছে ফেলে

পৃথিবী ঘাসে ঘাসে সবুজ হয়ে উঠেছে ;

মনে হয়, কোথাও আর আলাদা পৃথিবী নেই,

সমস্ত পৃথিবী জুড়েই বাংলাদেশ।

রোশেনারা বেগম

প্রতি গোলাপের বুক একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গের জন্য প্রতীক্ষিত বারুদঘর ?

প্রতি যৌবন অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের মর্যাদায় সপ্রতিভ ?

প্রতি স্বপ্ন সূর্যসত্তায় সম্ভূত ?

সমস্ত প্রস্ফুটিত লাবণ্যকে

হঠাৎ তুমি সংগ্রামের আগুনে বিস্ফোরিত করলে '

প্রতি গোলাপের বুক একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গের জন্য প্রতীক্ষিত বারুদঘর,

প্রতি যৌবন অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের মর্যাদায় সপ্রতিভ,

প্রতি স্বপ্ন সূর্য্যসত্তায় সম্ভূত।

উদাত্ত বাংলাদেশ, তোমাকে প্রণাম

উদাত্ত বাংলাদেশ, তোমাকে প্রণাম।

হিংস্র অন্ধকারের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে চলেছো আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের আগুন,

প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞায় তোমার সমস্ত যাত্রাপথ মুখর;

দুর্দান্ত নদীর বুকে বুকে তোমার প্রচণ্ড ইচ্ছার উদ্বেল তরঙ্গমালা,

তোমার সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সূর্যালোকের প্রদীপ্ত স্বভ।

জ্যোতিষ্মান বাংলাদেশ, তোমাকে প্রণাম।

মুজিব, তোমার নির্দেশ আজ

মুজিব, তোমার নির্দেশ আজ বাংলার ভরা রোদে অপরূপ আগ্নেয় ফসল:

প্রতিটি গৃহ আজ দুর্ভেদ্য দুর্গ,

প্রতিটি মানুষ আজ বীর্যবান সৈনিক,

প্রতিটি মুহূর্ত আজ সংগ্রামে ক্লান্তিহীন,

প্রতিটি অনুভব আজ পরিপূর্ণ জয়ের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত।

মুজিব, তোমার বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ

মুজিব, তোমার বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ,
আমার ভাগীরথী শিলাই ময়ূরাক্ষীকে
তোমার মেঘনা কপোতাক্ষ আর ধলেশ্বরীতে মিলিয়ে দিচ্ছি,
তোমার সার্সা শালুটিকর লালমনিরহাটকে
আমার কেন্দুবিল্ব কলকাতা আর তাম্রলিপ্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছি,
আমার চার কোটি বাংলার মানুষকে
তোমার সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সঙ্গে এক করে নিচ্ছি,

মুজিব, তোমার বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।

হে মুক্তিসেনানী

শত্রুর শিবির দাউ দাউ আগুনে জ্বলছে,
হে মুক্তিসেনানী, তোমার হাতে দীপ্ত মশাল।

আমার নিঃস্পৃহ জরাও পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে,
হে মুক্তিসেনানী, তোমার হাতে দীপ্ত মশাল।

সূর্য উঠেছে

সূর্য উঠেছে,
পুব আকাশ রক্তে লাল।

আমিও রক্ত দেবো—
একসমুদ্র রক্ত—
ভাই আমার, আমাকে একটা রিভলভার দাও।

বুকের বাঁদিকে হাত রেখে

বুকের বাঁদিকে হাত রেখে
আমিও আজ বুঝতে পারছি জীবনের আকাঙ্ক্ষিত উত্তাপ,
বারুদের অসহ স্বাদের জন্য আমিও আজ লালায়িত,
যদিও আমার শরীর তোমার দূর্বাঘাসে ঢাকা
তবু, মাগো, একবুক আবেগের ইন্ধন নিয়ে
আমিও আজ দুঃসাহসিক সংগ্রামের আগুনে প্রজ্বলিত

মনে হচ্ছে, আমিও লড়াই করতে পারি

মনে হচ্ছে, আমিও লড়াই করতে পারি,
অমৃত প্রাণ নিয়ে শত্রুর শাণিত মেশিনগানের সামনে
বুক ফুলিয়ে সদর্পে বলতে পারি, জয় বাংলা, জয় বাংলা।

হে বিধাতাপুরুষ, আমার জাগ্রত পৌরুষ
জ্বলছে আজ কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতায়।

মনে হয়, আমরাও আজ

মনে হয়, আমরাও আজ উথালপাথাল পদ্মায় রক্তস্নান করি,
রকেটের ক্ষিপ্রবেগ নিয়ে ছুটে যাই ঢাকা ব্রাহ্মণবেড়িয়া আখাউড়া চুয়াডাঙার,
রিভলভারের ধারাল নখে নখে স্পর্ধিত হিংসার হৃৎপিণ্ডগুলো
টেনে ছিঁড়ে ফেলি, আগুনের মুখে অবহেলায় ছুঁড়ে দিই,
প্রখর বীর্য নিয়ে প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠ হই, প্রত্যাঘাতে ক্ষিপ্র হই,
কোটি কোটি জনতার জীবন্ত পায়ের শব্দে-শব্দে
পা মিলিয়ে
সূর্য আহরণের যাত্রাপথে মাতাল হয়ে উঠি।

বাংলাদেশ, প্রিয়তমাকে

বঙ্গোপসাগরে ঝড় উঠেছে।

মোলায়েম আকাঙ্ক্ষায় তৈরি রাত্রির নক্ষত্রভরা আকাশ এখন থাক্,
ফুল পাখি আলপনা স্বপ্ন আর ভালোবাসার গানগুলো এখন থাক্।

জ্যোৎস্নার নিবিষ্ট হাতদুটি ছেড়ে দাও,
গোলাপী ঋতুর নাতিশীতোষ্ণ আঙুলগুলি ছেড়ে দাও।

বঙ্গোপসাগরে ঝড় উঠেছে।

আমরাও আজ ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির মাইন বুকে বেঁধে
শত্রুর নির্মম হৃৎপিণ্ডের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরি হবো।

বাংলাদেশ

সূর্য ?   রুদ্ধবাক।
আকাশ ?   নিরপেক্ষ।
সময় ?   প্রতিবাদী।

অথচ বাংলাদেশ
জ্বলছে
পুড়ছে,
মরছে,
অদম্য আকাঙ্ক্ষায় বেঁচে উঠতে চাইছে,
নবজাতকের নরম দুটি হাত বাড়িয়ে বলছে
আমাকে স্বীকার করো।

সূর্য : রুদ্ধবাক।
আকাশ : নিরপেক্ষ।
সময় : প্রতিবাদী।

বাংলাদেশ : বিশ্ব : মানবতা

বাংলাদেশের কবি বলেছিলেন :
প্রয়োজন হলে দেবো একনদী রক্ত।

অথচ রক্তে রক্তে
সাতসমুদ্রই ভরে গেলো।

প্রতিদিন তবু অজস্র লাশ জমে উঠছে
সূর্য নিবছে
বাতাস মরছে।

প্রতিদিন।

বিশ্ব হঠছে
আদিম বর্বর জীবনে,
যত্নরচিত মেকী মানবতার মুখোশটা তবু খুললে না।

বারুদের কটু গন্ধের আবহাওয়ায়

বারুদের কটু গন্ধের আবহাওয়ায় এখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছো
হে বীর সেনানী যুবক তরুণী ফুল ভালোবাসা নিবিড় অনুভব,
পদ্মা কাঁসাই ধলেশ্বরী মেঘনা ইছামতী রূপনারানের বিষণ্ণ ঢেউভেজা বাতাসে
অশ্রুর বাষ্প জমে উঠছে,
সমস্ত বাংলার মুখ ম্লান।

এখনো মেশিনগানের শব্দ বোমার আগুন ট্যাংকের হিংস্র আওয়াজ
রকেট রাইফেল দুঃস্বপ্ন দস্যুদলের শ্বাপদ গতিবেগ
পৈশাচিকতা বলাৎকার হত্যা মৃত্যু অযুত পৃথিবীর মৃত্যু
আতঙ্ক আর্তি লুণ্ঠিত মানবতার যন্ত্রণা স্তূপাকার রক্তের বীভৎস পিরামিড।

বারুদের কটু গন্ধের আবহাওয়ায় এখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছো
হে বীর সেনানী যুবক তরুণী ফুল ভালোবাসা নিবিড় অনুভব,
পদ্মা কাঁসাই ধলেশ্বরী মেঘনা ইচ্ছামতী রূপনারানের বিষণ্ণ ঢেউভেজা বাতাসে
অশ্রুর বাষ্প জমে উঠছে,
সমস্ত বাংলার মুখ ম্লান।

আকাশে

আমরা আকাশে চেয়ে দেখি :
সূর্য উঠছে, কেমন
লাল!

আমরা আকাশে চেয়ে দেখি :
সূর্য ডুবছে, করুণ
লাল।

ছায়াপৃথিবী

দুহাত ভরে সোনার ভ্রমর
দেবে বলে বসিয়ে রেখে
কোথায় গেলে বলো দেখি
সাঁঝের ঘোর আগুন মেখে ?

ধন্যি মেয়ে, ফিরে এলে
আট্‌পৌরে আঁচল টেনে,
সোনার ভ্রমর কোথায় আমার ?
কোন্ গোধূলির পদ্মবনে

যাযাবরী

অবাধ বেগ
দূরের ট্রেন,
তরুণ দিন,
পাশে, তবু
কী যে বিমুখ
তোমার মুখ !
চমকে হাওয়া
চোখে মুখে,
ঝলকে রোদ ;
জানলা দিয়ে

তোমার চোখ
যেন দূর
মেঘের বুকে
সোনার চিল।

সব কথার আজ
মৃত্যু যেন,
সব প্রেমের আজ
মৃত্যু যেন,
তোমার আমার
মৃত্যু যেন,
এক পৃথিবী
মৃত্যু যেন,
ক্লান্ত ঋতুর
আকাশ ভরে
শুধু অতীত
ডানার স্মৃতি,
আর কিছু নেই,
শীত ফুরলেই
শীতের দেশে
যেন উধাও
শীতের চিল্।

যোগ-বিয়োগ

তোমার কাছে অনেক আকাশ চেয়ে
অনেক অনেক আকাশ
আমার হৃদয় রুগ্ন পাখির ডানা,
কেন তবে বিছিয়েছিলে নীলিমাসান্ত্বনা ?

নতুন করে খুঁজবো কোথায় মানবিক বিশ্বাস ?
আসমুদ্র তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস
হঠাৎ-আসা তুষারযুগে স্তব্ধ হবেই যদি,
তবে কেন বিশ্বময় বিছিয়েছিলে নদী ?

অনুসৃতি

কখনো আমি ভালো করে তোমার
মুখ দেখিনি, তবু যে আমি খনির অন্ধকারে
আবহমান কাল
পরিশ্রমী হৃদয়, অনুভবে তীক্ষ্ম হীরের ধার।

কখনো অনুকূল
ঋতুর হাতে একটুখানি পর্দা যায় সরে,
স্বপ্নশোভন বনময়ূরের সতেজ দুই ডানা
চোখেমুখে রাশি রাশি কল্পলোকের ফুল

ছড়িয়ে যায়, কখনো যে আবার
বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে আসে তাপসা অন্ধকার।

খোঁজ

অপরাহ্ণের সূর্যের আলোয় পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে
বৃষ্টির হাত ধরে
বাতাসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে
পৃথিবীর সমস্ত উত্তেজিত উৎসবের ভিড়ে তোমাকে খুঁজেছি আমি
বিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে
বা তারও আগে
বা তারও আগে।

তোমাকে বলিনি, একবুক প্রজ্বলিত আগ্রহ নিয়ে
এখনো তোমাকে খুঁজি আমি,

স্বপ্নের সময়বৃত্তকে ভালোবেসে
এখনো আমি ক্রোটন আর কসমসের পাপড়ি তুলে রাখি,
বোগেনভিলিয়ার দুরন্ত আগুন আঙুলে জড়িয়ে ধরে
আলোকিত নদীর ঢেউগুলো লক্ষ্য করি,
তারপর কয়েকগুচ্ছ নক্ষত্র হাতে নিয়ে
সারারাত্রির জন্য উন্নিদ্র অন্ধকার হয়ে যাই।

কোজাগরী

সমস্ত পৃথিবী খুঁজে এখন আমার কোথাও ঘুম নাই।

উত্তাল অন্ধকারের সমুদ্র পার হয়ে আশ্চর্য সূর্যের মতো আসবে তুমি
গাছে গাছে তাই গোলাপের কুঁড়িগুলোকে এখন সাজিয়ে রাখছি,
বাসায় বাসায় তাই পাখির গলায় গানগুলোকে এখন জমিয়ে রাখছি,
আমার অনুভবের সমস্ত জগৎটাকে তোমার দিকে তাই উন্মুখ করে রাখছি।

উত্তাল অন্ধকারের সমুদ্র পার হয়ে আশ্চর্য সূর্যের মতো আসবে তুমি
সমস্ত পৃথিবী খুঁজে তাই আমার কোথাও ঘুম নাই।

ঘটনাগত

পৃথিবী ছুটছে সেকেণ্ডে উনিশ হাজার মাইল।

তারও বেশি ছুটতে গিয়ে
উদ্দাম প্রগতিশীলতা হয়তো
স্কাইস্ক্রেপারে মাথা ঠুকে
ধ্যানী মহেঞ্জোদাড়ো হবে,
চিলির প্রেসিডেণ্ট হয়তো নিহত হবেন,
সমস্ত মানবিক রক্ত
বাংলাদেশের বাগানে
হয়তো একদিন লাল গোলাপ হবে,
আর তুমি? তুমি কি চন্দ্রমল্লিকা হবে?

প্রতিশব্দ

আন্তরিক ঋতুর হাতে
ডাকো তুমি, যাবো কখন ?
ক্রনিক ক্ষারবৃষ্টি আমার
সময় ভাসায়।

কান্ত মুখের ঝাপসা স্কেচে
আঙুল রাখি, ভাগ্য আমার :
সাত রাজার ধন মানিক সেই
সাপের বাসায়।

রাজকন্যা সারা বিকেল

রাজকন্যা সারা বিকেল
অপরূপা, অবাক দেখা ;
হাজার ফুলে পাপড়ি খোলে
হাজার কাঁটা।

রূপ এঁকেছো : অবিকল এক
আর্শি যেন : নিজেকে দেখি,
গোলাপলাল ঋতুর পাড়
নকশাকাটা।

চেনা হাতে ফুল দিয়েছো,
একসাম্রাজ্য গৌরবও,
থমকে গেল ধুলোপায়ে
আবার হাঁটা।

প্রিয়া আমার

প্রিয়া আমার, জীবনের অসংখ্য ঋতুই অনিদ্রিত আমি।
প্রিয়া আমার, ছোটো ভাইটিকে যেমন,
আমাকেও তেমনি পরম মমতায়
ঐসব যন্ত্রণার হাত থেকে তুলে আনো,
তারপর পৃথিবীময় অসুস্থ মানসিকতার রাত আসে আসুক,
তুমি কেবল মানবিক বিশ্বাসের অপরূপ রূপকথার গল্পগুলো
আমার রোমাঞ্চনিবিড় আনন্দিত অস্তিত্বের চারধারে বুনে দাও
প্রিয়া আমার, তোমার অনন্ত হৃৎপিণ্ডের শব্দ
আমাকে ঘুম পাড়াক,
আমাকে ঘুম পাড়াক।

স্মরণীয়

তারপর
পায়ে পায়ে
ম্রিয়মান দিগন্তের দিগন্তের আড়াল ছিঁড়ে এসে
ঘরোয়া নদীর গলায় তুমি আমাকে ডাকলে,
রূপকথার মহীরুহের ছায়ায়
উজ্জ্বল পুরুষ হয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

তুমি বললে, আবার কবে আসবে বলো?
তুমি বললে, আবার কবে আসবে?
তুমি বললে, আসবে তো?
তুমি বললে, আবার এসো।

অভিভাবক সময়
কঠিনভাবে চোখ রাঙাতে রাঙাতে
হাত ধরলে আমার,
পরাজিত মানুষের মতো
অগাধ সমুদ্রের স্রোতে আবার আমি অনিচ্ছুক শব হলাম।

রূপকথার মহীরুহের ছায়ায়
একরাশ শুকনো পাতার রাজ্যে
তখনো তুমি নারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছো :
শরীরে তোমার বিষণ্ণতার মুদ্রা
আর পদ্মের মতো রমণীয় বিশ্বাসযোগ্য অন্ধকার।

গার্হস্থ্য

এখন আমি নরক থেকে চোখ ফিরালাম, এখন দেখি
কেমন করে সুডৌল হাতে
ঘযে মেজে
দিনগুলোকে আয়না করো।

এলোমেলো বন্য চুল
খোঁপায় বাঁধা, পায়ে আর ঝড়ের সেই শব্দ নাই,
দুচোখ ভরে পাড়াগাঁর কী সহজ আলো,
পায়ে আর ঝড়ের সেই শব্দ নাই ;

সময়স্রোতে রূপ ছড়ানো, সুগোল হাতে
ঘযে মেজে
নিজেকে তুমি আয়না করো,
আমাকে তুমি আয়না করো।

তুমি আমার

তুমি আমার স্বপ্ন, প্রিয়তম
সময়, অনুভব,
পরম গান, নিবিড় বিশ্বাস,
ভরা নদীর জল,
ঋদ্ধি, উৎসাহ,
প্রসন্নতা, পূর্ণ কল্যাণ।

আভাস

স্নিগ্ধ রাঙা ভোর জ্যোৎস্না গান
বসন্তবাতাস বৃষ্টি প্রেম
ছায়াবীথি স্বপ্ন নদী, অনিন্দ্য তরুণ সৃষ্টি তুমি—
সমস্ত জড়িয়ে রয় আমার বোধের পটভূমি।

প্রতিমা সেই

সব পাপড়ি ঝরিয়ে এখন তুমি
ক্লান্ত, গুরুভার,
সূর্যভরা আগের দিন আজ
বিষন্ন অন্ধকার।

আসছে গভীর আর্দ্র মৌসুমী ?
নিরক্ষীয় ক্ষার
রৌদ্র ধুয়ে দেবদারু কি হবে ?
প্রতিমা সেই অধীর প্রতীক্ষায় ?

পাখি

আসছে আষাঢ়, নীল
মেঘের দিন, অরণ্যজ হাওয়া,
আর আমাদের
নিবিড় রক্তের
প্রথম সন্তান।

কোনমতেই আমাদের আজ ক্ষান্তি নেই,
কুড়োই খড়কুটো ;
কোন ক্ষতেই আমাদের আজ ক্লান্তি নেই,
সহজ ঠোঁটজুটো।

কোন পথেই আমাদের আজ ভ্রান্তি নেই,
কুড়োই খড়কুটো ,
কোন স্রোতেই আমাদের আজ শ্রান্তি নেই,
সহজ ঠোঁটজুটো।